দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... 1 কলাম... 7 ...

063

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

সমাজ বিজ্ঞানে অদ্ভুত তথ্যের সমাহার

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

টেকস্ট বুক বোর্ড স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাচ্ছে: যীশুর জন্ম সনকে প্রথম বছর ধরে খিস্টাব্দ গণনা করা হয়। বৈদিক যুগে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে তর্পণ দান ছিল আর্যদের উপাসনার নিয়ম।

ষষ্ঠ শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইয়ে এসব তথ্য রয়েছে। এধরনের তথ্য পরিবেশনা শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করতে পারে।

যীশুর জন্মসন থেকে খিস্টাব্দ গণনা করা হয়—এটি একটি প্রচলিত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে যীশুর জন্ম তারিখ ও খিস্টাব্দ গণনার প্রথম তারিখের মধ্যে ৪ বছরের পার্থক্য রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খিস্টানদের 'ইস্টার ডে' পালনের তারিখ নিয়ে গন্ডগোল দেখা দেয়ায় ৫২৫ খিস্টাব্দে পোপ প্রথম সেন্ট জন ইতালীর যাজক ডায়োনিসাস একজিগাসকে এ সমস্যা সমাধানের জন্যে অনুরোধ জানান।

ডায়োনিসাস এ প্রেক্ষিতে রোমীয় সন ৭৫৩কে (এইউসি) যীশু খিস্টের জন্মসন ধরে খিস্টাব্দ গণনা প্রবর্তন করেন। কিন্তু খিস্টীয় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও গসপেল অনুযায়ী ৭৫০ এইউসিতে হেরোদের সময় যীশু জন্মগ্রহণ করেন।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... 1 কলাম... 7 ...

তথ্যের সমাহার

(প্রথম পৃঃ পর)

৮ম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের সেন্ট বেদে ডায়োনিসাসের এই সময় নির্ধারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং ৯ম শতাব্দীতে জার্মানীর যাজক রেজিনো এটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে ১১ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ডায়োনিসাসের খিস্টাব্দ গণনা পদ্ধতি ইউরোপে চালু হয়নি।

বর্তমানে খিস্টাব্দ গণনা পদ্ধতি চালু রয়েছে বলে যীশু ৪ খিস্ট পূর্বাব্দে অথবা তার কিছু আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে গণনা করা হয়। ডায়োনিসাস যীশুর জন্মসন ৭৫০ এইউসি না ধরে ৭৫৩ এইউসি ধরেছিলেন বলেই এ বিভ্রান্তির জন্ম। (দ্রষ্টব্য বিটানিকা ম্যাক্রোপেডিয়া ভল্যুম ২০/পৃঃ ৬৫১ এবং ভল্যুম ৩/পৃষ্ঠা ২৮৯)।

এছাড়া আর্যরা দেবদেবীর উদ্দেশে বৈদিক যুগে তর্পণ করতো না। তারা হোম বা যজ্ঞানুষ্ঠান করতো। যজ্ঞে হবি প্রদান করতো।

বোর্ডের বইয়ে বলা হয়েছে, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে তর্পণ দান ছিল উপাসনার নিয়ম (পৃঃ ৭৩)। বাক্যটি অর্থগত ও শব্দ প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই ভুল। এতে 'উদ্দেশে' শব্দের পরিবর্তে 'উদ্দেশ্যে' ব্যবহৃত হয়েছে। 'তর্পণ দান' কথাটিও অশুদ্ধ। কারণ তর্পণ কখনো দান করা হয় না—তর্পণ করা হয়। তর্পণ শব্দের অর্থ হচ্ছে পিতৃলোকের প্রীতির জন্য জলদান। এটি দেবদেবীর প্রীতির জন্য করা হয় না।

সমাজবিজ্ঞান বইটির আরেকটি তথ্য: নিউটনের বড় আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণ নীতি (পৃঃ ১০২)। বিজ্ঞানী নিউটন মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। নীতি ও তত্ত্ব বিজ্ঞানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এদের আলাদা অর্থ রয়েছে।

বইয়ে এধরনের তথ্যগত ভুল ছাড়াও আরো কিছু ত্রুটির উল্লেখ করছি। যেমন মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রাচীনকালে সিন্ধু দেশের এ অঞ্চলে আলেকজান্ডারের সেনাদল যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুহম্মদ বিন কাসিমের ক্লান্তি ছিল না (পৃঃ ৮৪)।

এখানে আলেকজান্ডারের সেনাদল সম্পর্কে যে তথ্যটি দেয়া হয়েছে তা ভুল এবং তার সেনাদলের সঙ্গে মুহম্মদ বিন কাসিমের তুলনা সঙ্গতিহীন। প্রসঙ্গত, সিন্ধু দেশে যুদ্ধ করতে করতে নয়, বরং এখানে আসার আগেই আলেকজান্ডারের সেনাদল বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই মুহম্মদ বিন কাসিমের সঙ্গে এ নিয়ে তুলনা অর্থহীন।

বইটির সমাজ অংশ প্রায় ৪০ ভাগ, ইতিহাস ৪০ ভাগ ও ভূগোল ২০ ভাগ। সমাজ অংশে মানবসমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের ধারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিকাশের ধারার সঙ্গে কাল বা সময়ের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতেই পারবে না কত হাজার বছরে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বা কতদিন ধরে তা চলছে।

এছাড়া বইটিতে সমাজ অংশের বিভিন্ন অধ্যায়ও সম্পর্কহীন খাপছাড়া। আগুনের ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার দু'টি অধ্যায়ে দু'বার আলোচনা করা হয়েছে। এর কোন প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাস অংশে প্রাচীন সভ্যতার আলোচনাও খুব সংক্ষিপ্ত। সুলতানী আমল, বৈদিক যুগ সম্পর্কে খিস্টীয় সনের উল্লেখ না থাকায় শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। ভূগোল অংশ বইয়ের এক-পঞ্চমাংশ বলে দক্ষিণ এশিয়ার বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত। এসবের পরে মুদ্রণ ত্রুটি তো রয়েছেই।

বইটি দেখলে মনে হয়, বিষয়ের জটিল পরিবেশনার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা পৃথিবীর ও দেশের ইতিহাস বা ভূগোলও শিখতে পারবে না। অন্যদিকে সমাজবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে গিয়েও হিমশিম খাবে।

বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বইটির রচয়িতা ৩ জন, মুহম্মদ রমজান, খান মুহম্মদ সালেক ও এ কে এম শহীদুল্লাহ। এর সম্পাদনায় রয়েছে ৩ জন। তারা হচ্ছেন ডঃ আবু হামিদ লতিফ, রাশিদা বেগম ও সাকিনা বেগম।